SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025

সাংখ্যদর্শনে প্রমাতত্ত্ববিমর্শ

Sutapa Das
Research Scholar, Dept. of Sanskrit
Supervisor: Dr. Bipad Bhanjan Pal
Seacom Skills University, Dept. of Sanskrit,
Santiniketan, West Bengal, India
Email: sutapa.sanskrit@gmail.com

Abstract: সাংখ্যদর্শনে পুরুষ (চেতন, নিষ্ক্রিয়) এবং প্রকৃতি (জড়, সক্রিয়)—এই দুই মূল তত্ত্ব সহ মোট পঁচিশটি তত্ত্ব স্বীকার করা হয়। জগতের সৃষ্টি হয় এই দুইয়ের সান্নিধ্যে, এবং মুক্তির জন্য প্রয়োজন বিবেকজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য সাংখ্যমতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ স্বীকৃত। প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান হলো সেই জ্ঞান, যা অসংশয়, অবাধিত এবং পূর্বে অজ্ঞাত বা অনধিগত বিষয়কে প্রকাশ করে (কুমারিল ভট্ট ও নারায়ণ ভট্টের মতে)। ন্যায়-বৈশেষিকেরা স্মৃতিকে প্রমা হিসেবে স্বীকার করেন না, কারণ স্মৃতি পূর্বানুভূত বিষয়ভিত্তিক। সাংখ্যমতে, প্রমা হলো পুরুষের প্রতিবিম্ব দ্বারা উদ্ভাসিত চিত্তবৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি। ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয়ের আকার ধারণ করা এই বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রমাণ বলে এবং এই বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষনিষ্ঠ বোধকে প্রমা (ফল) বলা হয় (বাচস্পতি মিশ্র)। সাংখ্যদর্শনে ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করা হয় না, বরং রজ্জুতে সর্পজ্ঞানকে দুটি ভিন্ন জ্ঞান (প্রত্যক্ষ ও স্মরণ) রূপে ব্যাখ্যা করা হয়। যদিও ব্যবহারিক অর্থে অকর্তা পুরুষ যখন নিজেকে কর্তা বা ভোক্তা মনে করে, তাকে ভ্রমজ্ঞানই বলতে হয়। এই ভ্রম বা অবিদ্যা (তমোগুণের অবস্থা) দূর হলেই মুক্তি লাভ সম্ভব।

Keywords: সাংখ্য দর্শন, ত্রিবিধ প্রমাণ, প্রমা, পুরুষ ও প্রকৃতি, চিত্তবৃত্তি

সাংখ্যদর্শনে পঁচিশটি তত্ত্ব স্বীকার করা হয়। এই পঁচিশটি তত্ত্বকে ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ-এই প্রকারে প্রকাশ করা হয়। অব্যক্ত বলতে প্রকৃতিকে এবং জ্ঞ বলতে পুরুষ তত্ত্বকে বোঝানো হয়। অবশিষ্ট তেইশটি তত্ত্ব হলো ব্যক্ত। সাংখ্য মতানুসারে পুরুষ হল নিষ্ক্রিয় উদাসীন এবং অকর্তা। কিন্তু প্রকৃতি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। পুরুষ নিষ্ক্রিয় হলেও প্রকৃতি সক্রিয়। পুরুষ অপরিণামী কিন্তু প্রকৃতি পরিণামী। পুরুষ চেতন কিন্তু প্রকৃতি জড়। বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে একে অপরের সান্নিধ্যে এই জগতের সৃষ্টি করে থাকে। মহদাদি ২৩টি তত্ত্বের মূলে রয়েছে প্রকৃতি। প্রকৃতি ও পুরুষের সান্নিধ্যের ফলে প্রকৃতি যেমন নিজেকে চেতন বলে মনে করে তেমন পুরুষও নিজেকে কর্তা বলে মনে করে এবং বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়। যখন পুরুষ ও প্রকৃতির বিবেকজ্ঞান বা ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখনই তা মুক্তি বা অপবর্গের কারণ হয়। সাংখ্যদর্শনে পুরুষের ভোগ এবং মুক্তি-এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করে। তবে তত্ত্বতঃ পুরুষের বন্ধন হয় না তাই মুক্তি হয় না। প্রকৃতিই পুরুষের সান্নিধ্যে এসে বদ্ধ হয়, সংসরণ করে এবং মুক্ত হয়। "সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ"[1]। সাংখ্যদর্শনে জগৎ সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে এবং বন্ধন থেকে মুক্তির উপায়ের আলোচনা করা হয়েছে। প্রমাণের দ্বারা এই তত্ত্বগুলি সিদ্ধির জন্যই সাংখ্যদর্শনের আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতীয় দর্শন অনুসারে তত্ত্বজ্ঞান লাভের মাধ্যম হলো প্রমাণ। এই কারণে প্রত্যেক দর্শনেই প্রমাণের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। তবে দর্শনগুলিতে প্রমাণের সংখ্যাভেদ লক্ষ্য করা যায়। চার্বাকমতে প্রমাণ একটি, তা হল প্রত্যক্ষ। বৌদ্ধ ও বৈশেষিকদের মতে প্রমাণ দুটি-প্রত্যক্ষ ও অনুমান। সাংখ্যমতে প্রমাণ তিনটি-প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। নৈয়ায়িকরা চারপ্রকার প্রমাণের কথা বলেছেন— প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রভাকর মীমাংসকরা এই চারটি প্রমাণ এবং

অর্থাপত্তি সহ পাঁচটি প্রমাণের কথা বলেন। কুমারিলভট্ট অনুসারী মীমাংসকগণ এবং বৈদান্তিকগণ পূর্বের পাঁচটি প্রমাণের সাথে অনুপলব্ধি নামক প্রমাণকে অন্তর্গত করে ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করেছেন। সাংখ্যদর্শনে ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ-এই তিন প্রকার প্রমেয় রয়েছে। "প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি"[2]। প্রমাণের দ্বারাই প্রমেয়সিদ্ধি হয়। সকল দার্শনিকই প্রমেয়সিদ্ধির জন্য প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান প্রাপ্ত করার সাক্ষাৎ উপায় হল প্রমাণ। "প্রমাকরণং প্রমাণং" অথবা "প্রমীয়তেঽনেন ইতি প্রমাণম্"-এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের সাধনকে প্রমাণ বলা হয়। সুতরাং, এখানে প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমাণ ও প্রমা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। প্রমাতা অর্থাৎ যিনি জ্ঞান প্রাপ্ত করেন সেই চেতন পুরুষকে সাংখ্যদর্শনে প্রমাতা বলা হয়েছে। প্রমেয় হল জ্ঞাতব্য বিষয়, যে বিষয় সম্পর্কে পুরুষ জ্ঞান লাভ করে। সাংখ্যদর্শনের ২৫টি তত্ত্বকে প্রমেয় বলা হয়। যার দ্বারা প্রমেয় বস্তুর যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয় তাই হল প্রমাণ। প্রমাণই হল মুখ্যতম সাধন। 'প্রমাণ' বলতে 'প্রমার করণ' চক্ষুরাদিকে বোঝানো হয়।

মীমাংসক কুমারিল ভট্ট শ্লোকবার্তিকে প্রমার লক্ষণে বলেছেন— "তস্মাদ্ দৃঢ়ং যদুৎপন্নং নাপি সংবাদমৃচ্ছতি। জ্ঞানান্তরেণ বিজ্ঞানং তৎপ্রমাণং প্রতীয়তাম্"[3]। অর্থাৎ, কোন সংশয়ভিন্ন জ্ঞান যদি পূর্ববর্তী অন্য জ্ঞানের দ্বারা বাধিত না হয়, সেই জ্ঞানই প্রমাণ বা প্রমা। তাৎপর্য, যে জ্ঞানে কোন অনধিগত বিষয়ের জ্ঞান হয় এবং অন্য জ্ঞানের দ্বারা যে জ্ঞান বাধিত হয় না, সেই জ্ঞান হল প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান। পূর্বে অজ্ঞাত কোন বিষয় সম্পর্কে সম্যক পরিচয় হলো প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান। পূর্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান প্রমা নয়। এই যথার্থ জ্ঞান অন্য কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত বা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে না। অতএব, কুমারিল ভট্ট মতে প্রমার লক্ষণ যাথার্থ্য এবং অনধিগতত্ব বা অভিনবত্ব। মানমেয়োদয়কার নারায়ণ ভট্ট প্রমার লক্ষণে বলেছেন-"অজ্ঞাতো যঃ তত্ত্বার্থঃ"[4] অর্থাৎ, অজ্ঞাত পদার্থের তত্ত্বার্থজ্ঞানই প্রমা। 'অজ্ঞাত' পদটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নারায়ণ ভট্ট আরো বলেন "অজ্ঞাতপদেনাত্র জ্ঞাতবিষয়য়োঃ স্মৃত্যনুবাদয়োর্নিরাসঃ"[5]। অর্থাৎ, 'অজ্ঞাত' পদের দ্বারা স্মৃতি ও অনুবাদরূপ অপ্রমার ব্যাবৃত্তি করা হয়েছে। যেহেতু স্মৃতি জ্ঞাতবিষয়ক, অজ্ঞাতবিষয়ক নয় অর্থাৎ, স্মৃতি দ্বারা জ্ঞাতা কোন নতুন বিষয়ের সাথে পরিচিত হয় না, সেইহেতু স্মৃতিকে প্রমা বলা যায় না। কারণ, প্রমার বিষয় পূর্বানুভূত এবং পূর্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান প্রমা নয়। ন্যায়-বৈশেষিক এবং প্রভাকরও স্মৃতিকে প্রমা বলে গ্রহণ করেননি। প্রকরণপঞ্চিকায় এ বিষয়ে বলা হয়েছে— "প্রমাণমনুভূতিঃ বা স্মৃতেরন্যা ন সা স্মৃতিঃ। ন প্রমাণং স্মৃতিঃ পূর্বপ্রতিপত্তিব্যপেক্ষণাৎ"[6]। অর্থাৎ, স্মৃতির লক্ষণ অনুভূতি এবং তা পূর্বাপ্রতিপত্তি বা পূর্বানুভব সাপেক্ষ বলে স্মৃতি প্রমা নয়। অপরপক্ষে, অনুবাদ হল এক শব্দের স্থানে অন্য শব্দ অথবা এক ভাষার স্থানে অন্য ভাষার কথন। অনুবাদ সর্বদা পূর্বজ্ঞাত, এটি কোন অজ্ঞাত বস্তুর প্রকাশক নয় অথবা কোন প্রমেয়কেও প্রাপ্তি করে না। তাই অনুবাদ প্রমা নয়।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে প্রমার লক্ষণ হলো যথার্থ অনুভব। 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'তে প্রমার লক্ষণে বলা হয়েছে-"যথার্থানুভবো মানমনপেক্ষতয়েষ্যতে"[7]। অর্থাৎ, যথার্থ অনুভবত্বই প্রমাত্ব। কিন্তু স্মৃতিরূপ জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক হলেও, তা অনুভব না হওয়ায় তাকে প্রমা বলা যায় না। ন্যায়মতে, "সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ"[8]। অর্থাৎ, স্মৃতি কেবলমাত্র সংস্কার থেকে উৎপন্ন জ্ঞান। পূর্বে কোন প্রমাণ দ্বারা অধিগত বিষয়ের পরবর্তীকালে সেই বিষয়ের অ-সাক্ষাতে সংস্কারজন্য যে স্মরণজ্ঞান, তাই স্মৃতি। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই স্মরণের কারণ যে পূর্বানুভব তা স্মৃতি থেকে পৃথক-"তদভিন্নং জ্ঞানং অনুভবঃ"[9] অর্থাৎ, স্মৃতি ভিন্ন জ্ঞান হল অনুভব।

পারিভাষিক অর্থে 'প্রমাণ' বলতে 'প্রমার করণ'কে বোঝানো হয়। প্রমার লক্ষণে করণ শব্দের উল্লেখ রয়েছে। এই করণ শব্দের অর্থ কি? করণ কারণের থেকে ভিন্ন। ন্যায়দর্শনে করণ এবং কারণের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ন্যায়মতে "ব্যাপারবৎ অসাধারণং কারণং করণম্"[10] অর্থাৎ যে অসাধারণ কারণ ব্যাপারবিশিষ্ট হয়ে কার্যজনক হয়, তাকে করণ বলা হয়।

যেমন-পটোৎপত্তিতে তুরী, বেমা, তন্তু, তন্তুবায়, তন্তুসংযোগ অপেক্ষিত। তুরী, বেমা প্রভৃতি কারণ তন্তুসংযোগরূপ ব্যাপারবিশিষ্ট হয়ে পটাত্মক কার্যের জনক হয়। এই অর্থে 'প্রমার করণ' বা 'প্রমাণ' মানে প্রত্যক্ষ অনুমানাদি যথার্থজ্ঞানের উৎস। প্রত্যক্ষই প্রত্যক্ষপ্রমার কারণ, অনুমানই অনুমানমূলক প্রমার কারণ ইত্যাদি। কিন্তু 'প্রমাণ' শব্দটি সবসময় শুধুমাত্র এই নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। অনেক সময় প্রমা বা যথার্থজ্ঞান অর্থেও তা ব্যবহৃত হয়েছে। প্রমা শব্দে 'প্র' উপসর্গটির অর্থ হল প্রকৃষ্ট বা যথার্থ এবং 'মা' হলো জ্ঞানের প্রতীক। সুতরাং, প্রমার অর্থ হলো যথার্থ জ্ঞান, এই যথার্থ জ্ঞান মিথ্যা, সংশয়, বিরুদ্ধ ও তর্কজ্ঞান থেকে ভিন্ন— "যথার্থানুভবঃ প্রমা"। এভাবে প্রমার যে -যথার্থত্ব বা সত্যতা, তাকে বলা হয়েছে প্রামাণ্য বা প্রমাত্ব। পক্ষান্তরে অযথার্থ জ্ঞান হল ভ্রমজ্ঞান বা অপ্রমা, যা অপ্রামাণ্য।

তবে, সাংখ্যদর্শনে ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করা হয়নি। ইন্দ্রিয় দ্বারা স্বচ্ছ ও নির্মল বুদ্ধিতত্ত্ব কোনও বাহ্যবিষয়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে সেই বিষয়াকার ধারণ করে। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধাদির সহায়ে বুদ্ধিবৃত্তি বহির্গমন করে ঘট-পটাদির বিষয়াকার ধারণ করে। এইভাবে, বুদ্ধির বিষয়াকারে পরিণত হওয়াকে বুদ্ধিবৃত্তি বলা হয়। বুদ্ধি প্রকৃতির কার্য হওয়ায় পরিণামশীল। পরিণামশীল হওয়ায় বুদ্ধি সকল সন্নিকৃষ্ট বিষয়কেই ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করতে থাকে। অর্থাৎ, বুদ্ধি বিষয়াকার যুক্ত হতে থাকে। এই বৃত্তি জ্ঞানরূপ। প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধের দ্বারা চিত্তবৃত্তি সম্পন্ন হয়, কিন্তু অনুমিতির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং শাব্দবোধের ক্ষেত্রে শ্রুত পদের অর্থজ্ঞান দ্বারা চিত্তবৃত্তি সম্পন্ন হয়। যেমন— পর্বতে ধূম দৃশ্যমান হলে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান স্মরণ করে, বহ্নির আকারে চিত্তবৃত্তি হয় এবং শাব্দবোধের ক্ষেত্রে অন্যের উচ্চারিত শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণপূর্বক প্রথমে পদজ্ঞান হয়, তৎপশ্চাৎ সেই বিষয়ের স্মরণ করে চিত্ত সেই বিষয়াকার ধারণ করে। সুতরাং, প্রত্যক্ষ, অনুমিতি অথবা শাব্দবোধের মূলে চিত্তবৃত্তি ভিন্ন জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যেও বলা হয়েছে "অত্রেয়ং প্রক্রিয়া। ইন্দ্রিয় প্রণালীকয়ার্থসন্নিকর্ষেণ লিঙ্গজ্ঞানাদিনা বাদৌ বুদ্ধেরর্থাকারা বৃত্তির্জায়তে"[11]। সুতরাং সাংখ্যপ্রক্রিয়া অনুসারে ভ্রমজ্ঞান সম্ভব নয়। সাংখ্যমতে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হল দুটি ভিন্ন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান। রজ্জু হল প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান এবং সর্প স্মরণাত্মক জ্ঞান।

সাংখ্যমতানুসারে বস্তুত জ্ঞান ও চৈতন্য অভিন্ন এবং চৈতন্য বা পুরুষ হলো নিত্য, স্বপ্রকাশ। তাহলে বিষয়ের স্মরণাত্মক প্রকাশও চৈতন্যস্বরূপ বলে স্বীকৃত হবে। আর জ্ঞান যেহেতু জড়পদার্থ নয় তাহলে প্রমাজ্ঞানও চৈতন্যস্বরূপ বলে পরিগণিত হবে। অতএব তা প্রমাণজন্য কীরূপে হবে? সাংখ্যাচার্যগণ এই আশঙ্কার সমাধান করে বলেছেন, প্রমাজ্ঞান হল পুরুষের প্রতিবিম্ব দ্বারা উদ্ভাসিত চিত্তবৃত্তি। পুরুষ নিত্য হলেও তার অভিব্যাঞ্জক চিত্তবৃত্তি অনিত্য, তাই চিত্তবৃত্তিতে অভিব্যাক্ত চৈতন্যও অনিত্য। এই কারণে প্রমার লক্ষণে চিত্তবৃত্তির উল্লেখ করা হয়েছে।

সাংখ্যসূত্রে প্রমা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা তৎসাধকতমং যৎ তৎ ত্রিবিধং প্রমাণম্"[12] অর্থাৎ, পূর্বে অনধিগত অর্থের অবধারণ বা স্বরূপনিশ্চয় হল প্রমা, প্রমার সাধন হল প্রমাণ। প্রমাণ তিন ধরণের-প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ। সাংখ্যকারিকায় প্রমা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা না হলেও টীকাকারগণ প্রমার সংজ্ঞা দিয়েছেন। বাচস্পতি মিশ্রের মতে— "অসন্দিগ্ধাবিপরীতানধিগতবিষয়া চিত্তবৃত্তিঃ। বোধশ্চ পৌরুষেয়ঃ ফলং প্রমা, তৎ সাধনং প্রমাণমিতি"[13]। অর্থাৎ, অসন্দিগ্ধ, অবিপরীত, অনধিগত বিষয়ের আকারে আকারিত যে চিত্তবৃত্তি, তাকে প্রমাণ বলে। এরূপ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট চিত্তে প্রতিবিম্বিত যে পৌরুষেয় বা পুরুষনিষ্ঠ বোধ, তাই প্রমাণের ফল বা প্রমা। এখানে 'অসন্দিগ্ধ' অর্থ সংশয়শূন্য, 'অবিপরীত' অর্থ অবাধিত এবং 'অনধিগত' অর্থ অজ্ঞাত বিষয়। সুতরাং এখানে অসংশয় দ্বারা সংশয়, অবিপরীত দ্বারা ভ্রম ও অনধিগত দ্বারা স্মৃতিতে অতিব্যাপ্তির বারণ করা হয়েছে।

বাচস্পতি মিশ্র কৃত লক্ষণে পূর্বে প্রমাণ নিরূপণ করে তৎপশ্চাৎ প্রমার লক্ষণ নিরূপণ করা

হয়েছে। এখানে চিত্তবৃত্তি থেকে যে পৌরুষেয় বোধ, তাকে প্রমা বলা হয়েছে। কিন্তু অকর্তা, অভোক্তা, অপরিণামী, কূটস্থ পুরুষকে তত্ত্বতঃ প্রমাতা বলা যায় না। সুতরাং, চিত্তবৃত্তিতে অভিব্যক্ত চৈতন্যকে যেমন পুরুষনিষ্ঠ বলা যায় না। এর উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেছেন, চিত্ত বা বুদ্ধি হল অচেতন প্রকৃতির পরিণামস্বরূপ। তাই, বিষয়াকারে আকারপ্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিও অচেতনই হবে। বুদ্ধিতত্ত্ব অচেতন বলে বুদ্ধির পরিণামস্বরূপ সুখ-দুঃখাদিও অচেতন হবে। অপরদিকে, সাংখ্যমতে চেতন পুরুষ সুখ-দুঃখের অনুভবকারী অথচ চেতন পুরুষ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ববিহীন, নির্গুণ[14]। এক্ষেত্রে, সাংখ্যসিদ্ধান্তে অসামঞ্জস্য উৎপন্ন হয়। এই সমস্যার সমাধানকল্পে সাংখ্যদার্শনিকগণ বলেছেন, বিষয়াকারে আকারপ্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিতে যখন পুরুষ প্রতিবিম্বিত হয়, তখন বুদ্ধিবৃত্তি উদ্ভাসিত হয় এবং ঐ বিষয়ের জ্ঞান বা উপলব্ধি হয়। সাংখ্যমতে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিষয় উভয়ই জড় পদার্থ হওয়ায় চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের প্রতিবিম্বন ব্যতীত পুরুষ বা আত্মার বোধরূপ উপলব্ধি সম্ভব নয়। এইকারণে বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞানের করণ এবং পুরুষের উদ্ভাসিত বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞান বলা হয়। বুদ্ধি এই সকল গৃহীত বিষয় চেতন পুরুষকে অর্পণ করে। ফলে চেতন পুরুষ বুদ্ধিবৃত্তিস্থিত সুখ-দুঃখাদির আশ্রয়রূপে এবং বুদ্ধিবৃত্তি চেতনরূপে প্রতীত হয়। এই প্রতীতিকে 'বোধ' বলা হয় এবং এই বোধকে 'প্রমা'ও বলা হয়। দর্পণে সূর্যের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হলে সেই দর্পণের নিজস্ব তেজ না থাকলেও দর্পণে প্রতিবিম্বিত সূর্যের দ্বারা তেজস্বী রূপে অনুভূত হয় সেই প্রকার উদাসীন পুরুষে বুদ্ধির কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রতীয়মান হয়[15]।

প্রমাজ্ঞানের ক্ষেত্রে আচার্য বাচস্পতি মিশ্রের মতের সাথে বিজ্ঞানভিক্ষুর মতের কিছুটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা গেলেও কিছু পার্থক্যও রয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিতে কর্তৃত্বাদিবিহীন নিষ্ক্রিয় পুরুষ প্রতিবিম্বিত হলে বুদ্ধিবৃত্তি চেতনরূপে এবং পুরুষ কর্তৃত্বাদির আশ্রয়রূপে প্রতিভাত হয়— এই বিষয়ে আচার্য বাচস্পতি মিশ্রের সাথে বিজ্ঞানভিক্ষু একমত। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু মতে, বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হলে বুদ্ধিবৃত্তি চেতনরূপে প্রতীত হয়, এই প্রতিবিম্বের দ্বারা পুরুষ অনুগৃহীত হয় না। তেমনই, পুরুষকে কর্তৃত্বাদির আশ্রয়রূপে প্রতিভাত হতে হলে চেতন পুরুষে বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্বন স্বীকার করতে হবে। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে বলেছেন পুরুষ ও বুদ্ধির পরস্পরের প্রতি অন্যোন্য প্রতিবিম্ব পড়ে— "তস্মাদচৈতন্যচৈতন্যয়োরন্যোন্যবিষয়তারূপো-ঽন্যোন্যস্মিন্নন্যোন্যপ্রতিবিম্বঃ সিদ্ধঃ"[16]। যেমন— যখন চক্ষু দ্বারা কোন বিষয়কারের গ্রহণ হয় তখন চক্ষু সেই বিষয়ের আকারে আকারিত হয়। কিন্তু চক্ষুর সাথে সংযুক্ত হলে অনেক বিষয় চক্ষুর আকারে আকারিত হয় না। সুতরাং, পুরুষেও বৃত্তিবিশিষ্ট বুদ্ধির প্রতিবিম্বন স্বীকার করতে হবে, না হলে পুরুষের পক্ষে কর্তৃত্বাদির গ্রহণ সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে বাচস্পতি মিশ্র দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বলেছেন— সরোবরের জলে আকাশস্থ চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু আকাশস্থ চন্দ্রে সরোবরের জলের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় না। জলগত চন্দ্রের প্রতিবিম্বে জলের স্বকীয় ধর্ম চাঞ্চল্য মালিন্যাদি আরোপিত হয়। এবং চন্দ্রগত প্রকাশত্বাদি ধর্ম জলে আরোপিত হয়। আকাশস্থিত চন্দ্র শুদ্ধই থাকে। তেমনই বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব স্বীকার করলেই চেতন পুরুষ বুদ্ধিবৃত্তিস্থিত সুখদুঃখাদির আশ্রয়রূপে প্রতিভাত হতে পারে। পৃথকভাবে পুরুষে বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্ব স্বীকারের প্রয়োজন হয় না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, অপরিণামী, অকর্তা, কূটস্থ পুরুষে ব্যবহারতঃ কর্তৃত্ব ভোতৃত্ব আরোপ হয়। সাংখ্যমতে মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রম জ্ঞান স্বীকৃত না হলেও পরস্পরের সাথে পরস্পরের স্বরূপত এবং ধর্মতঃ ভেদাগ্রহ স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে আশঙ্কা উৎপন্ন হয়, দুটি ভিন্ন স্বরূপবিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে পরস্পরিক সংমিশ্রণাত্মক প্রত্যয় উৎপন্ন হয় কীরূপে? এই আশঙ্কার উত্তরে সাংখ্যদার্শনিকগণ বলেন, এই পারস্পরিক ভেদাগ্রহের মূল কারণ অবিদ্যা। "বিপর্যয়ঃ অজ্ঞানমবিদ্যা, সাঽপি বুদ্ধিধর্মঃ"[17]। সাংখ্যসম্মত অবিদ্যা তমোগুণেরই অবস্থা, বেদান্তের অবিদ্যার ন্যায় অনির্বাচ্য তত্ত্ব নয়[18]। কিন্তু ভেদাগ্রহ স্বীকৃত হলেও ভ্রমজ্ঞানের স্বীকার করা হয়নি কেন?

কোনো দার্শনিক মনে করেন এখানে জ্ঞানের দ্বারা রজ্জু সর্পরূপে প্রকাশিত হলেও, প্রকৃত সর্পের অনুপস্থিতিতে তা ব্যভিচারী জ্ঞান হবে। এটি ভ্রম বা মিথ্যা জ্ঞান। কিন্তু মিথ্যা জ্ঞানটি মিথ্যা কিনা তা জানার জন্য অন্য একটি জ্ঞানের প্রয়োজন। ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার সময় জ্ঞাতা তার জ্ঞানে প্রকাশিত বিষয়কেই প্রত্যক্ষ করে, তাই সে সেই সময়ে জ্ঞানটিকে মিথ্যা বলে বুঝতে পারে না। যখন দৃষ্ট বিষয়টির নিকটে উপস্থিত হয়, তখন সর্পরূপে প্রতীয়মান বস্তুটির বদলে রজ্জু জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং পূর্ব জ্ঞানকে ভ্রম জ্ঞান বলে বুঝতে পারে। কিন্তু সাংখ্যমতে ভ্রমজ্ঞানের অঙ্গীকার করা হয়নি। তাঁদের মতে এখানে দুটি জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

সাংখ্যমতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ। যা স্বপ্রকাশ তাই জ্ঞান বা চৈতন্য। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্রকাশ, চৈতন্যরূপ, নিত্য পুরুষই হল জ্ঞানস্বরূপ। পুরুষের উদ্ভাসিত বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহারিক জ্ঞান রূপে স্বীকার করা হয়। সাংখ্যমতে সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। কিন্তু প্রকৃত বিচারে সাংখ্য ভ্রমজ্ঞানকে সম্পূর্ণতঃ অস্বীকার করতে পারে না। জগৎকে মিথ্যা না বললেও বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হওয়ার ফলে পুরুষ যে নিজেকে 'আমি কর্তা', 'আমি ভোক্তা' বলে মনে করে, সেটাকে ভ্রমজ্ঞানই বলতে হবে। এই ভ্রমজ্ঞান না হলে সাংখ্যমতে মুক্তি হয় না।

Endnotes

1. সাংখ্যকারিকা-৬২
2. সাংখ্যকারিকা-৪
3. শ্লোকবার্তিক, চোদনাসূত্রম্-৮০
4. মানমেয়োদয়-৩
5. মানমেয়োদয়-৩
6. প্রকরণপঞ্চিকা
7. ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-৪/১
8. তর্কসংগ্রহ
9. তত্রৈব
10. তত্রৈব
11. প্রবচনভাষ্য, সাংখ্যসূত্র-১/৮৭
12. সাংখ্যসূত্র-১/৮৭
13. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সাংখ্যকারিকা–৪
14. "তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য। কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্তৃভাবশ্চ"॥ সাংখ্যকারিকা-১৯
15. "তস্মাত্তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্। গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্তেব ভবত্যুদাসীনঃ"॥ সাংখ্যকারিকা-২০
16. প্রবচনভাষ্য, সাংখ্যসূত্র-১/৮৭
17. সাংখ্যকারিকা-৪৬
18. "এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ। গুণবৈষম্যবিমর্দাৎ, তস্য চ ভেদাস্তু পঞ্চাশৎ"॥ সাংখ্যকারিকা-৪৬

Bibliography

- সাহিত্যাচার্য, শ্রী পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ, সাংখ্যকারিকা, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম প্রকাশ; ১৯০১ পুনর্মুদ্রণ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ২০০৭
- সপ্ততীর্থ, ভট্টাচার্য অধ্যাপক বিধুভূষণ, সাংখ্যদর্শনের বিবরণ, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম প্রকাশ; ১৯৮৪, পুনর্মুদ্রণ; ২০০৮
- চক্রবর্তী, ডঃ কমলকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা, কলকাতা: বাণী প্রকাশন, ২০১৫
- চক্রবর্তী, কমলকৃষ্ণ, তর্কসংগ্রহ, কলকাতা: বাণী প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ; ২০০৮, পুনর্মুদ্রণ; ২০১০
- তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায় দর্শন (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০০
- মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, সাংখ্যদর্শন, কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ২০২১

- সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, দুর্গাচরণ, সাংখ্য-দর্শনম্, কলকাতা: সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ
- ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ, সাংখ্যদর্শন, কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, প্রথম প্রকাশ; ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ (সংস্করণ) ১৯৮৫, কলকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা-৪৬
- গোস্বামী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ
- ব্রহ্মচারী, ডঃ মহানামব্রত, ভারতীয় দর্শনের তুলনামুলক আলোচনা, কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ; ১৯২২, পুনর্মুদ্রণ (তৃতীয় সংস্করণ), জুলাই, ১৯৫৯
- Shastri, Acharya Udayvir, Sankhyadarshanam, New Delhi : *Vijaykumar Govindram Hasanand,* 2010
- Mishra, Dr. Adyaprasad, Sankhyatattwakoumudi-prava, Prayag, Satya Prakashan Mandir, 1956
- Bhatt, D. Govardhan, Gupta Shrimati Manju And Chowdhury Shri Sukhbir, Bharatiya Darshan Ki Ruprekha, Delhi and Patna, Rajkamal Prakashan, First Adition: 1965, Second Adition: 1973

Online Source

- https://horoppa.wordpress.com/2013/05/29/5939-mimamsa-philosophy-03-theory-of-knowledge/

———